দশকথা

গৌতম ঘোষ

চতুর্থ

হনিমুন করতে মালদা এসেছে অরণি। আদিনা মসজিদের স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ ওরা। তখন পড়ন্ত বিকেল। উঁচু চাতালটার ওপর পাশাপাশি বসে ছিল ওরা। চারিদিকে ভীষণ নির্জন। দূর থেকে মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে, অরণি বারবার বলাতে পরপর দুটি গান শোনাল বনানী।

ফিরবে বলে উঠে পিছন ফিরতেই দেখে পঁচিশ তিরিশ জনের একটি দল নিচে দাঁড়িয়ে। পরণে লুঙ্গি মাথায় সাদা টুপি। একটা অজানা আশঙ্কায় ওরা জড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। দল থেকে দু তিন জন এগিয়ে আসে ওদের দিকে। অরণির হাতটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বনানী। এগিয়ে আসা একজন নরমকণ্ঠে বলে— 'আপনারা নামি আসুন, আমরা নামাজ পড়বো।'

নামাজ পড়বে! বনানীর হাতটা পরম নিশ্চিন্তে শিথিল হয়ে পড়ে। নেমে আসে ওরা।

ষষ্ঠ

রবিবারের সকাল। বাজার থেকে ফেরার সময় ব্লকে ঢোকার কুড়ি ফুটের সরু গলিটার মুখে ছেলে দুটিকে দেখলো পুলকেশ। দুজনেই মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। একজন একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে রিক্শায় বসে, অন্যজন রিক্শাটাই টানছে। পুলকেশেকে দেখে বাচ্চা কোলে ছেলেটি জিগ্যেস করলো— 'দাদা! চেরমান সায়েবের বাড়ি কোনটা?

পুলকেশ ওদিকেই যাবে, বললো— 'এসো দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ও এগোয়। রিক্শাটা পিছনে। হঠাৎ ওদের কথায় চম্‌কে ওঠে সে।

একজন বল্‌লো— 'পা টলছে তোর মিন্টু, সকালবেলায় যা টেনেছিস, । যদি রাগ করে সই না দেয়—'

মুহূর্তে ক্ষেপে উঠলো মিন্টু, —'য়েঁ'! দেবে না মানে? —আলবাৎ দেবে। আমরা মাগ্‌না নাকি? আমরা ভোট দিই না?'

পুলকেশ হেসে ফেলে। পুরসভার চেয়ারম্যানের বাড়িটা দেখিয়ে দেয় ওদের।

অষ্টম

কারও ক্ষতি না করে উপরি নিলে পাপ নেই। চাকরি - জীবনের প্রথম দিন থেকেই এই বিশ্বাসে কাজ করে আসছে সত্যবান। ওর জেলায় 'শিশুমঙ্গল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ছাড়া অস্তিত্বই নেই। ওরা সরকারের 'স্পনসর্ড' হওয়ার জন্যে আবেদন করলে সত্যবানের মতো লোকও বাতিল করার সুপারিশ করে পাঠায়। কলকাতায় 'মান্থলি মিটিং' এর পরে শেষে প্রধান সচিব তাকে ডেকে পাঠান। কিসব কথাবার্তা হয়, পুরনো রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে শিশুমঙ্গালের নামে নতুন রিপোর্ট পাঠায় সত্যবান।

মার্চ মাসে এই সংস্থা 'স্পনসর্ড' ঘোষিত হলে কাগজে খুব লেখালেখি হয়। লোকে ছি ছি করতে থাকে। বিধানসভায়ও প্রশ্ন ওঠে। মন্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে ফাইলে লিখলেন 'এই দুর্নীতি যে করেছে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।' অবাঙালি প্রধান সচিব নোটে লিখলেন — 'তুরন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক'।

খবরটা কানে যেতেই কলকাতায় ছুটে আসে সত্যবান। কেঁদে পড়ে প্রধান সচিবের কাছে। '—স্যার! আপনি বলেছিলেন বলেই তো—' ওকে আশ্বস্ত করে প্রধান সচিব বললেন— 'জেলায় ফিরে যান! আমি তো আছি।'

কয়েকদিন পরে হারিয়ে গেল ফাইলটা।

দশম

উল্টোদিকের বাড়ির সেনবাবু। বলতে গেলে প্রায় সবসময়ই ভদ্রলোককে দেখতে পায় অনিরুদ্ধ। কিন্তু অদ্ভুত লোক রে বাবা! কারও সাথে কথা নেই, মেলামেশা নেই, সারাদিন বাড়ির পিছনে লেগে আছেন। কখনও গাছে জল দিচ্ছেন, কখনও বা পাইপ দিয়ে কার্নিশ ধুচ্ছেন, আবার কখনও বা গ্রিলগুলো পরিষ্কার করছেন ব্রাশ দিয়ে। সমাজে অচল এই সব লোক।

ওঁর বাড়ির সামনে একটা পেঁপে গাছ হয়েছে আপনা থেকে। দু তিনদিন হলো খুব বড়ো একটা পেঁপে পেকে হলুদ হয়ে আছে। পেঁপেটা পাকছে, অথচ পেড়ে নেওয়ার নামগন্ধ নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে সেনবাবুকে ডেকে বলে অনিরুদ্ধ— 'একটা পেঁপে পেকে গেছে সেনবাবু। ওটা পেড়ে নিন পাখিতে খেয়ে ফেলবে।'

অনাবিল হাসি ভদ্রলোকের। পাখির জনেওই তো রেখেছি ওটা। কয়েকদিন ধরে একটা কোকিল ঘুর ঘুর করছে পেঁপেটার জন্য। ওই-ই খাবে। ভালোভাবে না পাকলে ওরা আবার খায় না।'

সত্যিই তাই! এতদিন দেখেনি অনিরুদ্ধ পরদিন সকালে কোকিলটাকে দেখতে পেলো পেঁপেটার কাছে।